দর্শনায় পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দৃর্গাপৃজার ছিলো মহানমবী হিন্দু সম্প্রদায় যাতে করে নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে দৃর্গা উৎসব পালন করতে পারে সে জন্য ব্যাবস্থা করা হয়েছে কড়া নিরাপত্তা। বিষয়গুলো দেখভাল করার পরিদর্শন করেছেন।

জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও পুলিশ সুপার আবদুল্লা আল মামুন, দামুড়হুদা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা,দামুড়হুদা সার্কেল এ এসপি জাকিয়া সুলতানা।

আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার কেরুজ, পুরাতন বাজার হরিজন সম্প্রদায়, কালিদাসপুর দাসপাড়া,আদিবাসিপাড়া পৃজা মন্ডপে যান।

এ সময় তারা সার্বিক খোজখবর নেন এবং সকলের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

কোটচাঁদপুরে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক

কোটচাঁদপুর উপজেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রফিকুল ইসলাম।

আজ সোমবার সকালে জেলা প্রশাসক কোটচাঁদপুর মডেল থানা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি সেবাপ্রার্থীদের কথা শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। পরে তিনি কোটচাঁদপুর উপজেলা

ভূমি অফিসের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন ও সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মতবিনিময় করেন।

পরর্বতীতে বলুহর কমিউনিটি ক্লিনিক ও বলুহর কুড়ীপাড়া পূজা মন্ডপ দর্শন,সাফদারপুর বলরাম নগর আশ্রয়ণ প্রকল্প ও কুশনা ইউনিয়নে তালিনা পার্ক পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক। সে সময় তিনি আশ্রয়ণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়, সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মন্ডপের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায়, মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ সৈয়দ আল-মামুন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম,উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানভীর জামান প্রতিক, বলুহর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, কুশনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ভ্যান চোরকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

আলমডাঙ্গার উপজেলার বিনেতপুর গ্রামে এক ভ্যান চোরকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী।

গতকাল রোববার বিকেল ৪ টায় উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আটককৃতরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কাকিলাদহ গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩৫)। সে আন্তঃজেলার চোরচক্রের সদস্য।

স্থানীয়রা জানান, বিনেতপুর গ্রামের মৃত কাবিল উদ্দিনের ছেলে উজ্জল হোসেন। তিনি পেশায় একজন মোটর চালিত পাখিভ্যান চালক। রোববার বিকেলে সে ভ্যান চালিয়ে বসত বাড়ির সামনে রেখে বাড়িতে প্রবেশ করে। ওত পেতে থাকা চোরচক্রের সদস্য কাকিলাদহ গ্রামের সাদ্দাম কৌশলে পাখিভ্যান চুরি করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এসময় এলাকাবাসী চুরির অভিযোগে সাদ্দামকে গাছে বেধে মারপিট করে।

পুলিশ জানায়, পুলিশের জরুরী সেবা ৯৯৯-এ ফোনে এক ভ্যান চোরকে আটকিয়ে গাছে বেধে মারপিট করছে এলাকাবাসী। এমন খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে চোরচক্রের ওই সদস্যকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে হারদি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পুলিশ হেফাজতে নেয়। আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিত কুমার জানান, চুরির ঘটনায় সাদ্দামকে আটক করা হয়েছে। রবিবার রাতেই চুরি মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

জীবননগরে ১৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক ২

জীবননগর থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে করেছে।

গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস.এম. জাবীদ হাসানের নিদেশে, জীবননগর থানার এসআই(নি:) এসএম রায়হান সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ সীমান্ত ইউনিয়নে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে নতুনপাড়া গ্রামের আঃ কুদ্দুসের ছেলে মোঃ হারুন অর রশিদ (৩২),এবং গোয়ালপাড়া গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে মোঃ আবুল বাশারকে (৩০) জীবননগরে উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামের ১নং আসামী মোঃ হারুন অর রশিদ এর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে মাদকদ্রব্য ১৬ বোতল ফেন্সিডিল সহ গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান: ২৩ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযানে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বিনা টিকিটে যাত্রীদের ভ্রমনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এর ভিতরে ২১ যাত্রীকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন রেলওয়ের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির হাজতে রাখার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক।

আজ রবিবার সকাল নয়টা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশনে দুটি ট্রেনের অভিযান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিভিশনাল স্টেট অফিসার মো. নুরুজ্জামান।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন নাটোরের লালপুর থানাধীন পুরাতন ঈশ্বরদী এলাকার আমিনুল শেখের ছেলে মুকুল হোসেন, নীলফামারী জেলার মাঝপাড়া এলাকার হোসেন আলীর ছেলে আরিফ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে আলামীন, নাটোর জেলার লালপুর থানাধীন চংখপাইল এলাকার বকতারের ছেলে আশিক, ঢাকা জেলার দোহার থানাধীন বারহা দোয়ার এলাকার গফফুর আলীর ছেলে শাইন, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ গ্রামের সানোয়ারের ছেলে আতিকুল, কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর থানাধীন উত্তর কাঠদহহ এলাকার মিনহাজ্বের ছেলে সুজন আলী, যশোর জেলার দিয়ারা এলাকার মফিজুরের ছেলে বিল্লাল, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানাধীন ইসলামপুর এলাকার আমজাতের ছেলে মামুনী, যশোর জেলার আরএন রোডের মৃত আনারুল হকের ছেলে আমিনুর রহমান, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ এলাকার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে লুৎফর রহমান, খুলনা জেলার শেরেবাংলা রোডের সোনাডাঙ্গা এলাকার মৃত শেখ সাইদুল হকের ছেলে জাহিদ হোসেন, যশোর বারোবাজার এলাকার মৃত নিয়ামুল মিয়ার ছেলে কিতাব আলী, চাপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট থানাধীন মুছরিভুজা গ্রামের ফজলুল হকের

ছেলে বাবুল আক্তার, পাবনার ঈশ্বরদী গ্রামের মৃত নান্নুর ছেলে রমজান আলী, নাটোরের পুরাতন ঈশ্বরদী গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে ইমদাদুল হক, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার উত্তর কাঠদহ এলাকার ইব্রাহিম খলিলের ছেলে শিপন, একই এলাকার নুর ইসলামের ছেলে ঝন্টু, রাজবাড়ি জেলার উদয়পুর গ্রামের চাঁনখার ছেলে মিলন, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে ইউসুফ আলী ও মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বানদেবপুর গ্রামের হিসাব আলীর ছেলে এনামুল হক।

এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন চুয়াডাঙ্গার গোপালের ছেলে বিষ্ণু ও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কালীপুর গ্রামের নজিরখার ছেলে সোহাগ।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাসুদ রানা বলেন, বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের দায়ে ২১ যাত্রীকে ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক। এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হাজতবাসের নির্দেশ দেন। সাজাপ্রাপ্তদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মৃদুলের বিরুদ্ধে আদালতের সমন

মৃদুলের বিরুদ্ধে আদালতের সমন

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ঠিকাদার শহীদ শরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে এক কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের মামলা করেছেন ব্যবসায়ীক পার্টনার দেবাশীষ বাগচি।

গত বৃহস্পতিবার দেবাশীষ বাগচী মেহেরপুুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-২ এর আমলি আদালত মেহেরপুরে উকিল
নোটিশের সূত্র ধরে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এক্টে মামলার আবেদন করলে আদালতের বিচারক মোঃ তরিকুল ইসলাম মামলাটি আমলে নিয়ে সমন জারীর আদেশ দেন। যার মামলা নম্বর-৯০৭/২৩ (মেহেরপুর)।



মামলার এজহারে দেবাশীষ বলেছেন, পারিবারিক সূত্রে বহু বছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সঙ্গে আমার মূলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকা না পেয়ে আমি, আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আমার সঙ্গে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে একপর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে তখন সে মৌখিকভাবে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসা করে এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে। ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিশপে বসে আমাকে ২৪ জুলাই তারিখ দিয়ে রূপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করে।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজঅনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে, গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ব্যাংক চেক ডিজাঅনার সার্টিফিকেট দেয়। আমি বিষয়টি আসামীকে জানালে সে আমাকে আজকাল করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। অতঃপর আমি বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাহেবের মাধ্যমে গত ৩০ আগস্ট আসামী বরাবর এন আই এক্ট ১৮৮১ এর বিধান মতে ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করিয়া চেকে উল্লেখিত ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ) টাকা পরিশোধ করিয়

চেকটি ফেরত অথবা বাতিল করার অনুরোধ করি।

ইতোপূর্বে গত ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুরের সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ
সরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি
দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু। অপরদিকে, চেক ডিজঅনার হওয়াতে উকিল নোটিশ পাঠানো দেবাশীষ কুমার বাগচির বিরুদ্ধে উল্টো চেক চুরির মামলা করেছিলেন শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যা মামলায় রনি হোসেন (৩৯) নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসাথে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সাজার আদেশ দেন আদালত।

বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতের বিচারক মো. আশরাফুল ইসলামের আদালত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ আদালতে এই রায় দেন।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মো. রনি হোসেন (৩৯) কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল চার মাইল এলাকার বাসিন্দা। মামলার অপর আসামি রনির মা লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি রফিকুল ইসলাম লালন জানান, ‘রত্না হত্যা মামলায় জড়িত আসামি রনির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বাক্ষ্য ও শুনানী শেষে সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১০ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ ও অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সাজার দণ্ড দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত। এ মামলায় লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে আনীত

অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৫ জুন বিকেল সাড়ে চারটায় মিরপুর উপজেলার তাঁতিবন্দ গ্রামের রত্মা খাতুনকে (৩৫) বটতৈল চার মাইল এলাকা থেকে বাজার করে দেওয়ার নাম করে কুষ্টিয়া শহরের কোর্টপাড়ায় রনির মা লিলি খাতুনের ভাড়া বাসায় নিয়ে যায় রনি। সেখানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রনি তার স্ত্রী রত্নাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

এ ঘটনায় পরদিন ১৬ জুন নিহতের ছোট ভাই মো. বিশাল হোসেন বোন রত্নাকে হত্যার অভিযোগ এনে রনি ও রত্নার শাশুড়ি লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে গেল বছরের ৩১ আগস্ট এজাহারভুক্ত দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে সদর থানার উপপরিদর্শক মো. আব্দুল কাদের আদালতে চার্জশিট দেয়।

মেহেরপুর কারাগারে ইয়াবার চালান নেয়ার পথে আটক ২ মাদক ব্যবসায়ী

মেহেরপুরে আন্তজেলা ইয়াবা ট্যাবলেট ব্যবসায়ী চক্রের দুই সদস্যকে ৯৫০ পিস ইয়াবাসহ আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১ টার সময় মেহেরপুর সদর পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ এস আই আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাস টার্মিনাল এলাকায় চট্টগ্রাম থেকে মেহেরপুর এর উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা পূর্বাশা পরিবহনে এ অভিযান পরিচালনা করে, দুই যাত্রীকে তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে কাছ থেকে ৯৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীরা হলো চট্টগ্রামের ভূজপুর উপজেলার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩২) এবং হাবিবুর রহমানের



ছেলে হারুনুর রশিদ (৪০)।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম থেকে মেহেরপুরে ইয়াবা ট্যাবলেটের একটি বড় চালানো আসছে একটি সুত্র থেকে এমন খবরের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর ফাঁড়ি জেলা গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তা নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা পূর্বাশা পরিবহনে অভিযান চালায়। এসময় যাত্রী বেশে আসা মাদক ব্যবসায়ী হারুনর রশিদ ও দেলোয়ার হোসেনকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের শরীর ও কাছে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে বিস্কিটের প্যাকেট থেকে ৫৫০ পিস এবং পকেট থেকে ৪০০ পিস সহ মোট ৯৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ইয়াবার বাজার মূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।

এদিকে, ঘটনাস্থলের একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী ও নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক কয়েকজন পুলিশ সদস্য জানান, অভিযান চলার সময় মেহেরপুর জেলা কারাগার কারারক্ষী সোহেল তাদেরকে নিতে এসেছিল কিন্তু গাড়ি থেকে নামা মাত্র পুলিশ আসামিদের আটক করায় সেখান থেকে তিনি সটকে পড়েন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে কারারক্ষী সোহেলের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে মেহেরপুর জেলা কারাগারে অন্তত ২০০০ পিস ইয়াবা প্রবেশ করে। এছাড়াও সোহেল ও আকাশ নামের দুই কারারক্ষী স্থানীয় বুড়িপোতা বর্ডার থেকে নিয়মিত ফেনসিডিলের চালান এনে মেহেরপুর জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে অবৈধ মাদক ব্যবসা করে আসছে।

অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া মেহেরপুর সদর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আশরাফুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসা বাদে তারা সংঙ্গবদ্ধ আন্তজেলা মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট ব্যবসায়ী চক্রের সদস্য বলে স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার মনির আহমেদের

ফোনে একাধিক বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

পরে জেলার আমানুল্লাহ সাথে ফোনে কথা হলে তিনি জানান, ‘সোহেল নামে জেলা কারাগারে তিন জন স্টাফ রয়েছে। একজনের বিরুদ্ধে কিছু অনৈতিক অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

দর্শনায় গাঁজা ও বাংলামদসহ ৪ যুবক গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে ২০ লিটার বাংলামদ ১ কেজি গাঁজাসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

জানাগেছে আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা’র নেতৃত্বে অভিযান চালায় বিভিন্ন এলাকায়,পুলিশ দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়ের আকন্দবাড়িয়া আবাসন প্রকল্পের সামনে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই ফাইম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া আবাসনের পাকা রাস্তার উপর। এ সময় পুলিশ দক্ষিন চাঁদপুর স্টেশনপাড়ার মৃত ঠান্ডু শেখের ছেলে সুজন হোসেন ওরফে রানা (২৫)কে ৫শ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করে। অপরদিকে গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১ টার দিকে দর্শনা রেল বাজারে দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২০ লিটার বাংলামদসহ দর্শনা ইসলামবাজার পাড়ার শহিদুল ইসলামের ছেলে সোহেল রানা (৩৬) কে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১ টার দিকে দর্শনা রেল বাজার কাঁচা বাজারের ইউনুচের দোকানের সামনে অভিযান চালায় দর্শনা থানার এস আই টিপু সুলতান। পুলিশ দোকানের সামনে থাকা ড্রামভর্তি ২০ লিটার বাংলামদসহ দীর্ঘদিনের মদ ব্যাবসায়ী সোহেল রানাকে গ্রেফতার করে। এদিকে একই দিন অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর ঈদগা পাড়ায়। পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫শ

গ্রাম গাঁজাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানায় গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ঈশ্চরচন্দ্রপুর ঈদগাহপাড়ার বাঁশের তৈরি দক্ষিন দুয়ারী রান্না ঘরের ভিতর থেকে মৃত্য আমজাদ মন্ডলের ছেলে গাঁজা ব্যাবসায়ী সোহাগ মন্ডল (৩৭) ও শ্যামপুর গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে আব্দুল মোতালেবকে (৩০)গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই তাদেরকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরে দুটি প্রতিষ্ঠান মালিককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সদর উপজেলার পৌর এলাকায় থানারোড ও মুখার্জিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ বুধবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে সদর উপজেলার থানারোড ও মুখার্জিপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। এ সময় তাকে সহযোগিতা করেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।
অভিযানে তেল মিল, ফার্মেসিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

অভিযান কালে মুখার্জি পাড়ার মেসার্স শফি ওয়েল মিল নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে লাইসেন্স ছাড়া অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ার তেল উৎপাদন, বোতলজাত করা সহ মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক ওমর আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে থানারোডে মেসার্স মেডিসিন পয়েন্ট নামক একটি ফার্মেসীতে তদারকি কালে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয়

নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল জব্দ করা হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: হাফিজুর রহমানকে ৫১ ধারায় ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং সবাইকে ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, ‘অভিযান পরিচালনা কালে আইন অমান্যকারী ব্যবসায়ীদের জরিমানা করার পাশাপাশি তৎকালে সেখানে উপস্থিত ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে এবিষয়ে সতর্ক করা হয় ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।